গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
পরিবহন পুলভবন , সচিবালয় সংযোগ সড়ক,
ঢাকা-১০০০।
প্রশাসন-১ শাখা
www.molwa.gov.bd

স্মারক নম্বর: ৪৮.০০.০০০০.০০১.৯৯.০০১.২২.২৩৯

তারিখ: ১৬ মাঘ ১৪২৮
৩০ জানুয়ারি ২০২২

বিষয়: **স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষ্যে মুক্তির উৎসব ও সুবর্ণজয়ন্তী মেলা ও অন্যান্য অনুষ্ঠানের জন্য কর্মসূচি গ্রহণ।**

বাঙালী জাতির সর্বশ্রেষ্ঠ অর্জন মহান স্বাধীনতা। এ জাতির জাতিসত্তা রক্ষা, আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক অস্তিত্ব পুনরুদ্ধারে এ দেশের আপামর জনসাধারণ ১৯৭১ সালের অগ্নিঝরা মার্চে মহান মুক্তিযুদ্ধ শুরু করে। অগনিত মানুষের জীবন ও চরম আত্মত্যাগের মাধ্যমে অর্জিত হয় আমাদের স্বাধীনতা। স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর পূর্তিতে জাতীয়ভাবে সাড়ম্বরে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন করা হচ্ছে।

০২।
স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী বর্ণাঢ্য ও যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে উদযাপনের নিমিত্ত গঠিত মন্ত্রিসভা কমিটি কর্তৃক গৃহিত ৫০টি কর্মসূচি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক সানুগ্রহ অনুমোদিত হয়েছে (কপি সংযুক্ত)। তম্মধ্যে নিম্নে উল্লেখিত কর্মসূচিসমূহ বাস্তবায়নে জেলা/উপজেলা প্রশাসন মুখ্য ভূমিকা পালন করতে পারে।

অনুমোদিত কর্মসূচির ক্রমিক নং	কর্মসূচির বিবরণ
৭.	স্বাধীনতা যুদ্ধে বীরাঙ্গনাসহ সকল বীর মুক্তিযোদ্ধাদের অবদান নিয়ে ধারাবাহিক আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান (দেশব্যাপী)।
১১.	দেশব্যাপী সুবর্ণজয়ন্তী মেলা আয়োজন করা।
১৬.	জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে বীর মুক্তিযোদ্ধা সমাবেশ।

০৩। এমতাবস্থায়, উপরে বর্ণিত কর্মসূচিসমূহ বাস্তবায়নে নিম্নে বর্ণিত কার্যক্রম অনুসরণ করতে হবে।

(ক) আগামী ১৭ মার্চ ২০২২ হতে ২৩ মার্চ ২০২২ পর্যন্ত প্রত্যেক জেলা ও উপজেলায় **'মুক্তির উৎসব ও সুবর্ণজয়ন্তী মেলা'**র
আয়োজন করা।

(খ) **'মুক্তির উৎসব ও সুবর্ণজয়ন্তী মেলা'**য় মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ও মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত বাংলাদেশের ৫০ বছরের সাফল্য ও অর্জনকে তুলে ধরা। এ কার্যক্রম বাস্তবায়নে সরকারী দপ্তর, বেসরকারী প্রতিষ্ঠান ও সামাজিক সংগঠনকে তাদের কার্যক্রম উপস্থাপনের জন্য মেলাঙ্গনে স্টল বরাদ্দ করা।

(গ) প্রতিদিন বিষয়ভিত্তিক প্রতিযোগিতা এবং সংগঠন বা প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা।

(ঘ) ব্যাপক সমাগম হয় এমন সুপরিসর স্থানে মেলা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা।

(ঙ) মেলায় মানসম্পন্ন একটি মঞ্চ তৈরি করা এবং এ মঞ্চ থেকে বিভিন্ন প্রতিযোগিতা/সভা ও অনুষ্ঠান পরিচালনা করা।

(চ) মুক্তির উৎসব ও সুবর্ণজয়ন্তী মেলাকালীন সংশ্লিষ্ট জেলা/উপজেলায় বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সমাবেশের আয়োজন করা।

স্বাধীনতা যুদ্ধে বীরাঙ্গনাসহ বীর মুক্তিযোদ্ধাদের অবদান নিয়ে ধারাবাহিক আলোচনা সভা করা।

(ছ) মুক্তিযুদ্ধের চেতনা নতুন প্রজন্মের সামনে তুলে ধরতে উপযোগী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা।

(জ) বীর মুক্তিযোদ্ধাদের পাশাপাশি মুক্তির উৎসব ও সুবর্ণজয়ন্তী মেলায় স্থানীয় রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক নেতৃবৃন্দসহ সকল শ্রেণি/পেশার মানুষকে সম্পৃক্ত করা।

(ঝ) স্থানীয়ভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ কর্মসূচি গ্রহণ করা।

(ঞ) কোভিড-১৯ বিষয়ক সর্বশেষ সরকারী নির্দেশনা ও যথাযথ স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করে অনুষ্ঠান বাস্তবায়ন করা।

০৪। বর্ণিত কার্যক্রম বাস্তবায়নের নিমিত্ত মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় হতে প্রত্যেক জেলা ও উপজেলায় আলাদাভাবে বরাদ্দ প্রদান করা হবে।

০৫। অনুষ্ঠান সম্পন্নের পর সচিব, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় বরাবরে বাস্তবায়ন প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে।

০৬। যথাযথ কর্তৃপক্ষের নির্দেশক্রমে এ পত্র জারী করা হলো।

৩০-১-২০২২
রঞ্জিত কুমার দাস
অতিরিক্ত সচিব

বিতরণ :

১) জেলা প্রশাসক (সকল)

২) উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল)

স্মারক নম্বর: ৪৮.০০.০০০০.০০১.৯৯.০০১.২২.২৩৯/১(১৫)

তারিখ: ১৬ মাঘ ১৪২৮
৩০ জানুয়ারি ২০২২

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হল:

১) সিনিয়র সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ও ও সদস্য-সচিব, স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি।

২) অতিরিক্ত সচিব, অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)-এর দপ্তর , মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

৩) বিভাগীয় কমিশনার (সকল)

৪) মন্ত্রিপরিষদ সচিবের একান্ত সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

৫) একান্ত সচিব, মুখ্য সচিবের দপ্তর, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

৬) উপসচিব , উপ-সচিব (প্রশাসন-১), মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

৭) মন্ত্রীর একান্ত সচিব (উপসচিব), মাননীয় মন্ত্রীর দপ্তর, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

৮) সচিবের একান্ত সচিব , সচিবের দপ্তর, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

৩০-১-২০২২
মোঃ সাহাদৎ হোসেন
উপসচিব